কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৫০ তম বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা ❑ আষাঢ়-১৪৩৩, জুন-জুলাই, ২০২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

কিশোরগঞ্জে ৩ দিনব্যাপী ফলমেলা অনুষ্ঠিত ... ২

বগুড়া সদর উপজেলায় ফলমেলা ২০২৬ শুভ উদ্বোধন ... ৪

রংপুরে বারির আঞ্চলিক কর্মশালা ২০২৬ অনুষ্ঠিত ... ৫

চট্টগ্রাম জেলায় ৩ দিনব্যাপী ফলমেলা-২০২৬ অনুষ্ঠিত ... ৭

শিশুদের প্রতি বছর একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে উপস্থিত শিশুদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর একটি করে গাছ রোপণ করতে উৎসাহিত করেন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশকে আরও সবুজ করে গড়ে তুলতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি শিশুদের প্রতি বছর একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ১৫ জুলাই (বুধবার) সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে দেশব্যাপী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে তিনি এ আহ্বান জানান। প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৬ প্রদান

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা দেবে সরকার

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা প্রস্তুতের কাজ চলছে। তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন হলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসন ও কৃষি কার্যক্রম দ্রুত স্বাভাবিক করতে সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। কৃষিমন্ত্রী গত ১১ জুলাই শনিবার দুপুরে কুমিল্লা টাউন হল

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতে কীটনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে উৎস পর্যায় থেকেই কীটনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে হবে। রোববার (১২ জুলাই) রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বরিশালে আধুনিক ধান চাষ এবং ব্লাস্ট রোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ব্রি বরিশালের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহম্মাদ আশিক ইকবাল খান

বরিশালে আধুনিক ধান চাষ এবং ব্লাস্ট রোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ জুন নগরীর সাগরদীতে অবস্থিত ব্রির হলরুমে বিএএস-ইউএসডিএ ব্রি সিআর-২ এর উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহম্মাদ আশিক ইকবাল খান। ব্রির ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. হাসিনা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের আলুবীজ হিমাগারের উপপরিচালক কেএম আখতার হোসেন। অন্যদের এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিশুদের প্রতি বছর অন্তত একটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানের আগে প্রধানমন্ত্রী এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে সারাদেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা হিসেবে তিনি একটি নিমগাছের চারা রোপণ করেন। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে আজ দেশজুড়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একযোগে প্রায় ২ লাখ চারা রোপণ করা হচ্ছে।

উপস্থিত শিশুদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা চেষ্টা করবে প্রতি বছর একটি করে গাছ রোপণ করতে। সেটি তোমাদের স্কুলে হোক বা বাসার আশপাশে। যেখানে মনে করবে সেখানেই একটি করে গাছ রোপণ করবে।'

তিনি বলেন, 'গাছটি কি পরিমাণ অক্সিজেন উৎপাদন করে, ওই গাছটি মানুষের কী কী উপকারে আসে এই বিষয়গুলো তোমরা ইন্টারনেট ঘেটে বিভিন্নভাবে রিসার্চ করবে।'

তারেক রহমান বলেন, 'এভাবে প্রতি বছর তোমরা একটি করে গাছ সম্পর্কে নতুন কিছু জানতে পারবে। স্কুলে লাগানো গাছ বড় হলে সেটি তোমাদের ছায়া দেবে। ক্লান্ত হলে তোমরা সেই গাছের নিচে বিশ্রাম নিতে পারবে।'

তিনি বলেন, একইভাবে বাসায় যদি গাছ রোপণ করো, গাছটা যখন বড় হবে, সুন্দর বাতাস বইবে। ঘরে বসে তুমি বাতাস উপভোগ করতে পারবে। আবার পরিবেশটা অনেক ঠান্ডা হবে। আজকের দিনটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজ একটি স্মরণীয় দিন। আজ আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশের মাটিতে একসঙ্গে অনেকগুলো গাছ রোপণ করলাম।'

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী শিশু শিক্ষার্থীদের তৈরি বিভিন্ন প্রকল্প ঘুরে ঘুরে দেখেন।

এ সময় শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা মাহদী আমিন, প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রঃ বাসস

কিশোরগঞ্জে ৩ দিনব্যাপী ফলমেলা অনুষ্ঠিত

মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সোহানা নাসরিন

দেশি-বিদেশি নানান জাতের ফল নিয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের একরামপুরে খামারবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন দিনের জেলা ফলমেলা। মঙ্গলবার (২৩ জুন) জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কিশোরগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে শুরু হয়েছে এ মেলা। মেলায় ৮টি স্টল দেয়া হয়। বিভিন্ন জাতের আমসহ, কাঁঠাল, কলা, আনারস, কাঠলিচু, কদবেল, জাম, চালতা, ডেউয়া, ডেফল, করমচা, তৈকর, চেরি, সফেদা, আনার, বিলিম্বি, কাঠবাদাম, আমড়া, ডুমুর, বেল, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, ড্রাগন, তাল, নারিকেল, গাব, পেঁপে, জামরুল, লটকন, অরবরই, আমলকী, দেশিমাল্টা, জাম্বুরা, ডালিম ও নানান ফল এসব স্টলে ছিল।

'করব মোরা ফল চাষ, সংরক্ষণ করব বার মাস' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সকাল সাড়ে ৯টায় ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সোহানা নাসরিন। এরপর তিনি মেলার স্টলগুলো ঘুরে দেখেন। এ সময় স্থানীয় সরকার উপপরিচালক (উপসচিব) জেবুন নাহার শাম্মী, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. সাদিকুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. ইশতিয়াক ইমন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জেসমিন আক্তার, জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক মো. রমজান আলী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি হাফেজ মাওলানা আলমগীর হোসাইন তালুকদার, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মাজহারুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. সাদিকুর রহমান জানান, জেলাবাসীর কাছে দেশি ও নতুন জাতের মৌসুমি ফল পরিচিত করিয়ে দিতেই এ মেলার আয়োজন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) মো. শাহীনুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (পিপি) মো. ইমরুল কায়েস এবং কৃষি বিভাগের বিভিন্নপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কামরুন্নাহার (কাঁকন), টেকনিক্যাল পার্টিসিপেন্ট

জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক সভা আয়োজিত

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. জাকির হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং) ডিএই, খামারবাড়ি

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কৃষি খাতকে আরও টেকসই ও জলবায়ু-সহনশীল করতে ৮ জুলাই ২০২৬ "জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কৃষি অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন" বিষয়ক ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক সভা রাজধানীর তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চলের আয়োজনে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. জাকির হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ গোলাম মোস্তফা খান, অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঢাকা অঞ্চল। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মো. জাকির হোসেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি খাত বহুমাত্রিক ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। এসব ঝুঁকি মোকাবেলায় অঞ্চলভিত্তিক কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন, জলবায়ু-সহনশীল ফসলের সম্প্রসারণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, স্থানীয় জলবায়ু, মাটি ও বাজার ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা ভবিষ্যতে টেকসই কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কর্মশালায় ঢাকা অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় অঞ্চলভিত্তিক ফসল নির্বাচন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, বাজার সংযোগ, মূল্য সংযোজন এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

সভায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে আয়োজকরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

কুমিল্লা অঞ্চলের গবেষণা-সম্প্রসারণ পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০২৬ অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারির পরিচালক (গবেষণা) ড. ফারুক আহমেদ

গত ০৮-০৯ জুলাই ২০২৬ খ্রি. তারিখ ২ দিনব্যাপী কুমিল্লা অঞ্চলের "আঞ্চলিক গবেষণা-সম্প্রসারণ পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০২৬" আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ২০২৫-২৬ সালের গবেষণা কার্যক্রম এবং কুমিল্লা অঞ্চলের সমস্যার ভিত্তিতে ২০২৬-২৭ সালের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, কুমিল্লার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. মো. মোক্তাদির আলমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারির সম্মানিত পরিচালক (গবেষণা) ড. ফারুক আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আজিজুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা। প্রধান অতিথি অঞ্চলভিত্তিক বারি উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তির বর্তমান অবস্থা, কৃষিতে ন্যানো প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ চাহিদা এবং সুনির্দিষ্টভাবে সমস্যা চিহ্নিত করে সুপারিশের ভিত্তিতে সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা, যুগ্মপরিচালক, বিএডিসি, কুমিল্লা, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসি কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, যুগ্মপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা, এসআরডিআই, কুমিল্লা, পেইজ, কুমিল্লার প্রতিনিধিসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। জনাব ফাতেমা জেসমিন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার সঞ্চালনায় কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, কুমিল্লার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ড. মো. জামাল উদ্দিন। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানীগণ গবেষণা কার্যক্রম ও অঞ্চলের সমস্যার আলোকে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনা করেন।

মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

রাজশাহীতে আন্তঃখাত পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ অগ্রাধিকার প্রক্রিয়া বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. লুৎফর রহমান

১৪ জুলাই (মঙ্গলবার) সকাল ১০ টায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং জলবায়ু সহনশীল জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহীতে "Inter-sectoral Planning and Investment Prioritization Processes" শীর্ষক উপ-জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি পরিবেশ অধিদপ্তরের (DoE) Building Climate Resilient Livelihoods in Vulnerable Landscapes in Bangladesh (BCRL) প্রকল্পের উদ্যোগে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. লুৎফর রহমান। সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল রাজশাহীর অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো. আজিজুর রহমান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সিলেট অঞ্চলে বার্ষিক কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পুরস্কার বিতরণ বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মো. মশিউর রহমান

সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মো. মশিউর রহমান (অতিরিক্ত সচিব) বলেন, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং উৎপাদন বাড়াতে প্রতিটি ইঞ্চি জমিকে কাজে লাগাতে হবে। সব পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার ও বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। অনাবাদি ও পতিত জমিগুলো পরিষ্কার করে ফসল ফলানোর উপযোগী করে গড়ে তোলতে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সেই অনুযায়ী জৈব ও সুষম সার ব্যবহার বাড়াতে হবে। পতিত জমির ধরন অনুযায়ী কম খরচে ও অল্প সময়ে লাভজনক ফসল, যেমন ডালশস্য, তেলবীজ, শাকসবজি বা পুষ্টিকর ফলমূল চাষ বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষি বিভাগ থেকে পরামর্শ নিয়ে উন্নত বীজ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, সরকারি সহায়তা এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অনাবাদি জমিকে আবাদের উপযোগী করে তোলা সম্ভব।

তিনি শনিবার (২০ জুন) দুপুরে সিলেট নগরীর সুবিদবাজারস্হ পিটিআই সম্মেলন কক্ষে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) কর্তৃক বার্ষিক কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পুরস্কার বিতরণবিষয়ক জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ মো. আকরাম হোসেনের সঞ্চালনায় কর্মশালায় কিনোট উপস্থাপন করেন, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ রকিব উদ্দিন। কারিগরি সেশনে সভাপতিত্ব করেন সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা শামসুদ্দিন আহমদ।

বক্তব্য রাখেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেটের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. শামসুজ্জামান, সুনামগঞ্জের উপপরিচালক কৃষিবিদ ওমর ফারুক, মৌলভীবাজারের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. জালাল উদ্দিন, গোয়াইনঘাট উপজেলা কৃষি অফিসার রায়হান পারভেজ রনি, বাহুবল উপজেলা উপসহকারী কৃষি অফিসার মোঃ শামীমুল হক, কৃষক শানু মিয়া। কর্মশালায় কৃষি বিপণন, বিএডিসি, এসআরডিআই, ধান গবেষণা, কৃষি গবেষণা কর্মকর্তা, কৃষক-কৃষাণী এবং স্থানীয় পর্যায়ের কৃষি উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি শ্রেষ্ঠ উপজেলা কৃষি অফিসার, উপসহকারী কৃষি অফিসার, কৃষক ও কৃষাণীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

-মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

বগুড়া সদর উপজেলায় ফলমেলা ২০২৬ শুভ উদ্বোধন

মেলা উদ্বোধন করছেন মোঃ রেজাউল করিম বাদশা, মাননীয় সংসদ সদস্য, বগুড়া-৬

বগুড়ায় সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে ০৩ দিনব্যাপী জাতীয় ফলমেলা ২০২৬ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ জুন ২০২৬ খ্রি. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসন বগুড়া এ মেলার আয়োজন করেন। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ রেজাউল করিম বাদশা, মাননীয় সংসদ সদস্য-৪১, বগুড়া-৬।

প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে সংসদ সদস্য বলেন, 'করব মোরা ফল চাষ সংরক্ষণ করব বার মাস' এই প্রতিপাকে সামনে রেখে এই ফল মেলার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম দেখতে পাবে বিভিন্ন চেনা-অচেনা দেশি পুষ্টিকর ফল। বাংলাদেশ ফলমূলের দেশ। কিছু কিছু ফল আছে যেগুলো মৌসুম ছাড়া পাওয়া যায় না আবার কিছু দেশি ফল আছে যেগুলো অযত্ন অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে। হারানো দেশি ফল পুনরুদ্ধারে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। বিশেষ করে ডেউয়া, গাব, করমচা, আমলকী, হরীতকী, জাম, জামরুল এগুলো ফল বেশি বেশি লাগানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি স্বল্প পরিসরে পরিকল্পনামাফিক দেশি ও উন্নত জাতের ফলের চারা লাগানোর জন্য মেলা থেকে বিভিন্ন ধরনের চারা সংগ্রহ করার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন বর্তমান সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা ও পুষ্টিকর ফলমূলের চাহিদা পূরণের জন্য ৫ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানে মোঃ তৌফিকুর রহমান, জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট, বগুড়া সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ সোহেল মোঃ শামসুদ্দিন ফিরোজ, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া; মোঃ আব্দুল ওয়াজেদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বগুড়া সদর ও এইচ এম মাফতুন আহমেদ খান রুবেল, সভাপতি বগুড়া সদর উপজেলা বিএনপি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষিবিদ ইসমত জাহান, উপজেলা কৃষি অফিসার, বগুড়া সদর। অনুষ্ঠান শুরুতেই অতিথিবৃন্দ ফলমেলা ২০২৬ এর শুভ উদ্বোধন এবং স্টল পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে গাছের চারা ও কৃষকদের প্রণোদনার সার ও বীজ বিতরণ করেন। মেলায় ৯টি স্টল অংশগ্রহণ করেন।

-আহমেদ আলী, কৃতসা, পাবনা

বন্যাকবলিত এলাকার কৃষকদের জরুরি সহায়তা

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিষয়েও সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আকস্মিক বন্যায় অনেক পুকুরের বাঁধ ভেঙে মাছ ভেসে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষিদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সহযোগিতা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হলো বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, প্রাণিসম্পদ খাত ও মৎস্যচাষিদের দ্রুত পুনর্বাসনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সুত্রঃ বাসস

বরিশালে আধুনিক ধান চাষ এবং ব্লাস্টরোগ

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেন্দিগঞ্জের বেসরকারি সংস্থা আরোহীর নির্বাহী পরিচালক মো. খোরশেদ আলম, নলছিটির পরমপাশা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মো. রফিকুল ইসলাম, বাকেরগঞ্জের কৃষক মো. কাঞ্চন আলী প্রমুখ। দিনব্যাপি প্রশিক্ষণে ৩০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ব্লাস্ট ফসলের ছত্রাকজনিত রোগ। ধানের তিন অবস্থায় এই রোগের আক্রমণ হয়। পাতায় হলে পাতাব্লাস্ট, গিঁটে হলে গিঁটব্লাস্ট আর শিষে হলে শিষব্লাস্ট বলে। মেঘলা আকাশ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, দিন ও রাতে তাপমাত্রার বড় পার্থক্য কিংবা দীর্ঘক্ষণ কুয়াশা জমে থাকা এসব কারণে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। তবে প্রতিকারের জন্য রোগের প্রাথমিক অবস্থায় অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ৭ দিন পরপর ২ বার ব্যবহার করতে হবে। বালাইনাশক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিকেল বেলাকে বেছে নিতে হবে। কেননা, সকাল ৯টা হতে বেলা ১১টা পর্যন্ত ধানের ফুল ফোটার সময়। ওই সময় স্প্রে করলে পরাগায়নে বাধাঁপ্রাপ্ত হয়।

নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

বন্যাদুর্গত কৃষকদের সহায়তায় বীজ ও ভ্যাকসিন

শেষ পৃষ্ঠার পর

কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, বন্যাকবলিত চট্টগ্রাম অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। সরকারের পক্ষে একবারে সব ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব না হলেও কৃষকদের দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বীজ, সার, গবাদিপশুর ভ্যাকসিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বীজ ও ভ্যাকসিন বিতরণে কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতি সহ্য করা হবে না। এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান 'জিরো টলারেন্স'।

মন্ত্রী গত ১৮ জুলাই চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই দুঃসময় আসে। সেই সময়ে সরকার ও সমাজ যদি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তবে তারা নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি পায়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও খামারিদের পুনর্বাসনে সরকার সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে।

মন্ত্রী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কাছে যেন কোনো ধরনের অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া না হয় এবং সরকারি সহায়তা যেন প্রকৃত উপকারভোগীদের হাতে পৌঁছে-তা নিশ্চিত করতে হবে। অতীতের মতো কোনো অনিয়ম বরদাশত করা হবে না। গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ১৫ দিনের মধ্যে বন্যাকবলিত এলাকায় শতভাগ গবাদিপশুকে এফএমডি (ক্ষুরা রোগ) প্রতিরোধী ভ্যাকসিনের আওতায় আনা হবে বলে জানান। ছয় মাস আগে যেসব পশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে, নির্ধারিত সময় অনুযায়ী তাদেরও পুনরায় টিকা নিশ্চিত করতে হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, সরকারের সব সহায়তা যেন প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে এবং কেউ যেন বঞ্চিত না হন, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতা নিয়ে কাজ করতে হবে। কোথাও কোনো অনিয়ম বা অবহেলার অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি সতর্ক করেন।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো: খোরশেদ আলম, চট্টগ্রাম বিভাগীয় মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক মো: আনোয়ার হোসেন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পরিচালক ডা. মো: আতিয়ার রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সালমা বেগম, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো: আলমগীরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

-মোঃ মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

রংপুরে বারির আঞ্চলিক কর্মশালা ২০২৬ অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বারির পরিচালক (গবেষণা) ড. ফারুক আহমেদ

রংপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) দুই দিনব্যাপী আঞ্চলিক গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৪-১৫ জুলাই, ২০২৬ খ্রি. রোজ মঙ্গলবার ও বুধবার বারি'র আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বুড়িরহাট, রংপুরের আয়োজনে বারি, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর বারির আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বুড়িরহাট, রংপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: কামরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বারির পরিচালক (গবেষণা) ড. ফারুক আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দিন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চল কৃষির এলাকা। এই দুই অঞ্চলে প্রচুর কৃষিজ পণ্য উৎপাদন হয়। কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বর্তমানে এ অঞ্চলে চাষাবাদ করতে হচ্ছে। তবে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এসব সমস্যা মোকাবিলা করেই আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, কৃষক-কৃষাণী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

-কৃষিবিদ মোঃ শাহাদৎ হোসেন, কৃতসা, রংপুর

পুষ্টি কর্নার : আমড়া

আমাদের দেশে দুই প্রজাতির আমড়া পাওয়া যায়, এগুলো হলো বিলাতি আমড়া ও দেশি আমড়া। দেশি আমড়ার কোনো অনুমোদিত জাত নেই।

আমড়া একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। এতে ভিটামিন সি ছাড়া ক্যারোটিন, শর্করা ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে।

আমড়া পিত্ত ও কফ নিবারণ করে। আমনাশক ও কণ্ঠস্বর পরিস্কার করে। অরুচিতে ও পিত্তবমনে ব্যবহার করা হয়। আমড়াতে রয়েছে খাদ্যশক্তি ৫১, পানি ৮৬.৭, আমিষ ১.১, চর্বি ০.৮, শর্করা ৮.৯, খাদ্যআঁশ ১.৬, ক্যালসিয়াম ৫৭, লৌহ ২.৮, জিংক ০.১৭, থায়ামিন ০.২৮, রাইবোফ্লাবিন ০.০৪, ভিটামিন সি ৭৭.০।

বৃহত্তর বরিশাল ও সাতক্ষীরা এলাকায় এর উৎপাদন সবচেয়ে বেশি।

সংকলন-কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

খুলনা বৃক্ষমেলায় পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে বৃক্ষরোপণের আহ্বান প্রতিমন্ত্রীর

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. লুৎফর রহমান

বৃক্ষরোপণে সাজাই দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে খুলনায় বিভাগীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও মাসব্যাপী বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার (১১ জুলাই,২৬) খুলনা সার্কিট হাউজ মাঠে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ রক্ষায় সকলের বৃক্ষরোপণ করা অপরিহার্য। জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে আরও জোরদার করতে হবে। সরকার আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি গাছের চারা রোপণের পরিকল্পনা নিয়েছে।

তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশের সড়কের দুই পাশে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও দেশব্যাপী

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের জন্য গাবতলীর

শেষ পৃষ্ঠার পর

রাজধানীর গাবতলীতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) স্থাপিত ভিএইচটি সেন্টারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, "রপ্তানির প্রশ্নে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু করছি। আগামীকাল থেকে এখানে পণ্য আসবে, ওয়াশ হবে, প্যাকিং হবে এবং এখানেই কোয়ারেন্টাইন সম্পন্ন করে সরাসরি রপ্তানির জন্য পাঠানো যাবে।"

মন্ত্রী জানান, রপ্তানিকৃত ফল বিমানবন্দরে সংরক্ষণের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্বল্পমেয়াদি সংরক্ষণাগার (টেম্পারেচার কন্ট্রোলড স্টোরেজ) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে আমসহ দ্রুত নষ্ট হওয়া কৃষিপণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ন থাকবে।

মন্ত্রী বলেন, চীন বাংলাদেশের কাঁঠাল আমদানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কাঁঠাল নিয়েছে। এ ছাড়া জাপান, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে আম আমদানিতে আগ্রহী। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য বিশ্বমানের প্যাকিং ও কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশে বছরে প্রায় ২৬ লাখ টন আম উৎপাদিত হয়। উৎপাদন বাড়লেও অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক কৃষক কাঙ্ক্ষিত দাম পান না। তাই রপ্তানি বাড়ানোই এখন প্রধান লক্ষ্য।

বিমানভাড়া প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী বলেন, রপ্তানির খরচ কমাতে বাংলাদেশ বিমানের সঙ্গে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের সঙ্গেও কার্গো সুবিধা বাড়ানো এবং আগাম কার্গো স্পেস সংরক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, শুধু আম নয়, লিচু, কাঁঠাল, বরই, টমেটো, পেঁপে, মিষ্টি আলুসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যও এই ভিএইচটি সেন্টারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

কৃষিমন্ত্রী জানান, কৃষিপণ্য সংরক্ষণে সারা দেশে কয়েক হাজার মিনি কোল্ডস্টোরেজ স্থাপনের পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং সারা বছর ভোক্তাদের স্থিতিশীল দামে কৃষিপণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

মাননীয় মন্ত্রী রপ্তানিকারকদের উদ্দেশে বলেন, বিদেশি ক্রেতাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি শতভাগ রক্ষা করতে হবে। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে আস্থা অর্জনই বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি।

বক্তব্যের শেষে কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকার কৃষিপণ্য রপ্তানির সব ধরনের সহায়তা দেবে এবং গণমাধ্যমকে এ বিষয়ে ইতিবাচক প্রচারের মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহিত করার আহ্বান জানান।

এর আগে মন্ত্রী ভিএইচটি সেন্টার উদ্বোধন করেন।

কৃষি সচিব ড. রফিকুল ই মোহাম্মেদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

-ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতে কীটনাশকের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আয়োজিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. আবদুছ ছালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ কে এম সোহেল ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মাহমুদুর রহমান।

মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে শুধু কৃষকদের সচেতন করলেই হবে না; কীটনাশক আমদানি, নিবন্ধন, মান যাচাই এবং ল্যান্ডিং পয়েন্ট থেকেই কঠোর মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনই আগামী দিনের কৃষির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরির অন্যতম শর্ত।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিশ্বে খাদ্যের পরিমাণের চেয়ে নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যের চাহিদা বেশি। বাংলাদেশের উর্বর মাটি, অনুকূল জলবায়ু পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও বৃষ্টিপাতকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

-ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা

রাজশাহীতে আন্তঃখাত পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

করেন বিসিআরএল প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক রাজিনারা বেগম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন প্রকল্পের কম্পোনেন্ট পরিচালক (ডিএই অংশ) ড. এম. লোকমান হোসাইন মজুমদার।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহ মো. জহির রায়হান। এতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় আন্তঃখাত সমন্বয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিনিয়োগের অগ্রাধিকার নির্ধারণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় কৃষি, পানি, পরিবেশ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, স্থানীয় সরকার এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতের সমন্বিত পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ এখন সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি। গুরুত্বপূর্ণ সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জলবায়ু সহনশীল কৃষি ও টেকসই জীবিকা গড়ে তুলতে আন্তঃখাত সমন্বয় অপরিহার্য। কর্মশালার অন্যতম আকর্ষণ ছিল গ্রুপ ওয়ার্ক, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা দলভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সুপারিশ প্রণয়ন করেন। কর্মশালায় নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিপণন ও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ছাড়াও খাদ্য উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নতুন পুরাতন বিষয় নিয়ে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

-মো. এমদাদুল হক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাজশাহী

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাঠে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বন্যাকবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও চাষিদের সঠিক তথ্য সংগ্রহে স্থানীয় প্রশাসন কাজ করছে। ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে তালিকা প্রস্তুতের পর সরকার তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করবে।

মন্ত্রী বলেন, সরকার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ঘোষণা করার পর প্রধানমন্ত্রী নিজেই এর অগ্রগতি নিয়মিত তদারকি করছেন। তাই এ কর্মসূচিতে অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, সরকার বাংলাদেশকে একটি সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যেই সারা দেশে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ফলের উৎপাদন বেশি হয়, সেখানে সেই ফলের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করে দেশের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার সারাদেশে পর্যায়ক্রমে মিনি কোল্ডস্টোরেজ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন করা হয়েছে, আগামীতে আরো প্রায় দুই হাজারের বেশি মিনি কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

তিনি বলেন, দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই কৃষকের উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং কৃষিকে লাভজনক খাতে পরিণত করাই সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

অনুষ্ঠানে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপু, জেলা প্রশাসক রোজী আক্তার, কুমিল্লা সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো: রুহুল আমিন, পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মন্ত্রী বৃক্ষমেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশ নেন এবং মেলার বিভিন্ন ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের স্টল পরিদর্শন করেন।

-বিজ্ঞপ্তি

খুলনা বৃক্ষমেলায় পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে সবুজায়নকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

খুলনা জেলা প্রশাসক হুরে জান্নাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন খুলনা-১ আসনের সংসদ সদস্য আমীর এজাজ খান, বিভাগীয় কমিশনার মো. আবদুল্লাহ হারুন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান, রেঞ্জ ডিআইজি মো. রেজাউল হক, বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদ, সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ড. মনিরুজ্জামান, খুলনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম এবং নার্সারি মালিক সমিতির সভাপতি মো. বদরুল আলম রয়েল।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এজেডএম হাছানুর রহমান। জেলা প্রশাসন ও খুলনা সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ যৌথভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

পরে প্রতিমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করেন। মাসব্যাপী চলা এ বৃক্ষমেলায় মেলায় মোট ৬২টি স্টল অংশ নিয়েছে।

মো: আসাদুজ্জামান, কৃতসা, খুলনা।

চট্টগ্রাম জেলায় ৩ দিনব্যাপী ফলমেলা-২০২৬ অনুষ্ঠিত

মেলা পরিদর্শন করছেন মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম

"করব মোরা ফল চাষ, সংরক্ষণ করব বারো মাস" প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে নিয়ে আজ থেকে জেলায় তিন দিনব্যাপী ফলমেলা শুরু হয়েছে।

১৮ জুন-২০২৬ ইং, বৃহস্পতিবার বেলা ১০টায় চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদ এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি; উপপরিচালকের অফিস প্রাঙ্গনে মেলার উদ্বোধন করেন মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ আপ্রু মারমার সভাপতিত্বে এবং মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, পতেঙ্গার কৃষিবিদ পার্বতী রানী মিত্রের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) রঘুনাথ নাহা, অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, চট্টগ্রাম; সিনিয়র অফিসার, কৃষি বিপণন, চট্টগ্রাম বিভাগ। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা, উপসহকারী কৃষি অফিসার, কৃষক/কৃষাণী, ছাত্র/ছাত্রীসহ ২০০ এর অধিক উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ফলের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় হয় মানুষের খাদ্যাভ্যাস। পাশাপাশি ফল বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ, এন্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফাইবারের অসাধারণ উৎস। নিয়মিত ফল খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই নিয়ম করে সব ঋতুতে দেশীয় মৌসুমী ফল খেতে হবে। ফলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাড়ির আঙিনায় বা ছাদে এবং সম্ভাবনাময় সব ক্ষেত্রে ফলের গাছ রোপণ করতে হবে। উপপরিচালক বলেন বর্তমান সরকার কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের সুবিধার্থে উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে মিনি কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন চলমান রয়েছে। আশা করা যায় আগামী ৫ বছরের মধ্যে কৃষকদের উৎপাদিত সবজি ও ফল এই মিনি কোল্ডস্টোরেজের সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

পরে প্রধান অতিথি ও অতিথিবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দেশীয় ফলের চারা বিতরণ করেন। এবারের মেলায় বিভিন্ন দেশীয় ফলে সমৃদ্ধ ছিল, কৃষি তথ্য সার্ভিসের নতুন প্রযুক্তি ও জাতের লিফলেট, বুকলেট, ফেস্টুন ও কৃষিকথা নিয়ে স্টল প্রদর্শনীর জন্যে সাজানো হয়েছে।

-সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

প্রিয় পাঠক, এখন থেকে অনলাইনে কৃষিকথা'র গ্রাহক হতে পারবেন। অনলাইনে গ্রাহক হতে QR কোড স্ক্যান করুন।

বন্যাকবলিত এলাকার কৃষকদের জরুরি সহায়তা দেওয়া হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বন্যাকবলিত এলাকার কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

বন্যাকবলিত এলাকার কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ বীজতলা তৈরি, ধানের চারা বিতরণ, গবাদিপশুর শুকনা খাদ্য সরবরাহ এবং খুরা রোগের টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। আজ তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, চলমান বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমন ধানের বীজতলা। অনেক এলাকায় সদ্য গজানো ধানের চারা পানির নিচে তলিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে কৃষকদের জন্য নতুন করে চারা সরবরাহ করা এখন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

তিনি জানান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ইউনিয়ন ও ব্লক পর্যায়ের কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিক মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করছেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয়ে আলাদা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (কন্ট্রোল রুম) চালু করা হয়েছে এবং তিনি নিজেও নিয়মিত ক্ষয়ক্ষতির খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেন, বন্যাকবলিত এলাকায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং কৃষি বিভাগের নিজস্ব জমিতে জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ বীজতলা তৈরি করা হবে। সেখানে উৎপাদিত ধানের চারা পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, যেসব কৃষক ইতোমধ্যে ধান রোপণ করেছিলেন, তাদের ক্ষেত নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি প্রয়োগ করা সারও ধুয়ে গেছে। ফলে পুনরায় চাষাবাদের জন্য তাদের অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন হবে।

মন্ত্রী জানান, প্রতিটি ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের কাছে এলাকার কৃষকদের জমির বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে সহায়তা বিতরণ করা হবে। গবাদিপশুর খাদ্য সংকট প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী বলেন, বন্যায় খড় ও ঘাস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গরু-ছাগলের খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। তাই দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় শুকনা গোখাদ্য, খড় ও ভুসি সরবরাহ করা হবে।

তিনি জানান, বর্ষা মৌসুমে গবাদিপশুর খুরা রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এজন্য আগামী দুয়েকদিনের মধ্যে বন্যাকবলিত এলাকার গবাদিপশুর জন্য ব্যাপক টিকাদান কর্মসূচি শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মৎস চাষিদের ক্ষতির

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের জন্য গাবতলীর ভিএইচটি সেন্টারে চালু হচ্ছে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস

–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

গাবতলীতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) স্থাপিত ভিএইচটি সেন্টারের উদ্বোধন করেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, কৃষি পণ্য রপ্তানির সব ধরনের প্রক্রিয়া এক জায়গা থেকে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রাজধানীর গাবতলীর ভ্যাপার হিট ট্রিটমেন্ট (ভিএইচটি) সেন্টারে আগামীকাল থেকেই কোয়ারেন্টাইন অফিস চালু হবে। ফলে রপ্তানিকারকেরা একই স্থানে পণ্য শোধনাগার, প্যাকিং এবং কোয়ারেন্টাইন সম্পন্ন করে সরাসরি বিমানবন্দরে পাঠাতে পারবেন। ৬ জুলাই (সোমবার)

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বন্যাদুর্গত কৃষকদের সহায়তায় বীজ ও ভ্যাকসিন বিতরণে অনিয়মে ‘জিরো টলারেন্স’

–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, বন্যাকবলিত চট্টগ্রাম অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। সরকারের পক্ষে একবারে সব ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব না হলেও কৃষকদের দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বীজ, সার, গবাদিপশুর ভ্যাকসিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বীজ ও ভ্যাকসিন বিতরণে কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতি সহ্য করা হবে না। এ

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ শেখ ইফফাত আরা ইসলাম, সহ. সম্পাদক: কৃষিবিদ ইমরান খান
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd